দৈনিক ইনকিলাব

7

তারিখ 14 MAY 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ...

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

নং-শ ১৩/১-১২ (তুরস্ক)/৯৬/১৩৫-শিক্ষা

তারিখ ঃ ১১-৫-৯৬ইং / ২৮-১-১৪০৩বাং

বিষয় ঃ ১৯৯৬-৯৭ শিক্ষাবর্ষে তুরস্ক সরকার প্রদত্ত স্নাতকপূর্ব বৃত্তি প্রসংগে।

১৯৯৬-৯৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য তুরস্ক সরকারের প্রদত্ত বৃত্তির অধীনে উচ্চতর শিক্ষার জন্য (স্নাতকপূর্ব পর্যায়ে) নিম্নলিখিত বিভাগ/শাখায় অধ্যয়নের জন্য প্রকৃত বাংলাদেশী নাগরিকদের নিকট হতে দরখাস্ত আহবান করা যাচ্ছে ঃ

ক্রমিক নং/শাখা	সুযোগ সংখ্যা	প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা
১। বিজ্ঞান (চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রকৌশলসহ সকল বিষয়)	০১	বিজ্ঞান শাখার বিষয়সমূহের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক উভয় পরীক্ষায় আলাদা আ[illegible]বে গড়ে শতকরা ৮০% নম্বর থাকতে হবে।
২। মানবিক শাখা (সকল বিষয়)	০১	কলা শাখার [illegible]হের জন্য এ শাখা থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং মাধ্যমিক [illegible] উচ্চ মাধ্যমিক উভয় পরীক্ষায় আলাদা আলাদাভাবে গড়ে ৭৫% নম্বর থাকতে হবে।

২। যাদের দুই বৎসরের বেশী পাঠ বিরতি আছে তাঁরা আবেদনের অযোগ্য বিবেচিত হবেন। কোন ব্যক্তি একাধিক শাখায় প্রার্থী হতে পারবেন না।

৩। নির্বাচিত প্রার্থীদের তুরস্কে যাওয়া-আসার খরচ তাদের নিজেদেরকে বহন করতে হবে। লেখাপড়ার খরচসহ স্থানীয় খরচ মিটানোর জন্য তুরস্ক সরকার বৃত্তি প্রদান করবে।

৪। চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থী অবশ্যই তুরস্ক গমনে এবং যাতায়াত খরচ বহনে বাধ্য থাকবেন, মর্মে প্রার্থীর পিতা/অভিভাবক কর্তৃক সম্পাদিত অংগীকারনামা দাখিল করতে হবে।

৫। ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বিবরণ/তথ্য প্রদানকারীর বিরুদ্ধে দন্ডবিধি অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৬। ইতিপূর্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে কোন বৃত্তির জন্য মনোনীত হলে তাদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই।

৭। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে (মেধাক্রমানুসারে) প্রার্থী নির্বাচন করা হবে।

৮। নির্বাচিত প্রার্থীদেরকে তুরস্কে ১ম বৎসরে তুর্কী ভাষা শিখতে হবে। ভাষা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাবে। প্রার্থীর আগ্রহ এবং তুরস্কে অধ্যয়নের সুযোগের ভিত্তিতে অধ্যয়নের বিষয় চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হবে।

৯। সদ্য তোলা পাসপোর্ট মাপের দুই কপি ছবি, সকল পরীক্ষায় পাসের মূল সার্টিফিকেটের ও নম্বরপত্রের সত্যায়িত অনুলিপিসহ সাদা কাগজে ইংরেজীতে নিম্নোক্ত ছকে জীবন-বৃত্তান্তসহ দুই সেট আবেদনপত্র (প্রতিটি কাগজ/ছবি ইত্যাদি ২ কপি করে) আগামী ২২-৫-৯৬ ইং তারিখের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পৌঁছতে হবে। তাছাড়া নিজের ঠিকানাসম্বলিত একটি খাম (ডাকটিকিটবিহীন) দরখাস্তের সংগে সংযুক্ত করে দিতে হবে।

১০। আবেদনপত্রের ছক নিম্নরূপ হবে ঃ

১৯৯৬-৯৭ শিক্ষাবর্ষে তুরস্ক সরকারের স্নাতকপূর্ব বৃত্তির আবেদন শাখার নাম ঃ

(ক) নাম ঃ
(খ) পিতার নাম ঃ
(গ) বর্তমান ঠিকানা (টেলিগ্রাম অফিস ও টেলিফোন নম্বরসহ)
(ঘ) এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষার ফলাফল ঃ

পরীক্ষার নাম	শাখা	প্রাপ্ত বিভাগ	পাসের সন	মোট নম্বর	গড় নম্বর %
এসএসসি					
এইচএসসি					

(ঙ) এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল

(চ) এইচএসসি বা পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর

বিষয়ের নাম >			সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রাপ্ত শতকরা গড় নম্বর
প্রাপ্ত নম্বর >			

(ছ) পছন্দের ক্রমানুসারে প্রার্থীদের বিষয় ঃ
(১)
(২)
(৩)
(জ) স্থায়ী ঠিকানা ঃ
(ঝ) জন্ম তারিখ ঃ
(ঞ) জাতীয়তা ঃ
(ট) অন্য কোন বৃত্তির জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়ে থাকলে উহার বিবর[illegible]

এতদ্বারা আমি ঘোষণা করছি যে, তুরস্ক সরকারের উপরোক্ত বৃত্তির জন্য চূড়ান্তভাবে মনোনীত হলে আমি অধ্যয়ন করতে তুরস্ক যাব এবং অন্যান্য বৃত্তির জন্য আমার আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। এই অঙ্গীকার ভংগ করলে বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমার ভর্তি বাতিলসহ আমার বিরুদ্ধে যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। তুরস্কে যাওয়া-আসার খরচ বহন সংক্রান্ত আমার পিতা/অভিভাবকের অংগীকারনামা এতদসংগে সংযুক্ত করলাম।

প্রার্থীর পূর্ণ স্বাক্ষর ও তারিখ

১১। আবেদনকারী প্রার্থীগণকে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ের ঠিকানায় ডাকযোগে অথবা বাংলাদেশ সচিবালয়ের ৫ নং গেইটে রক্ষিত ২ নং কাঠের বাক্সে দরখাস্ত দাখিল করতে হবে। দুই সেট (প্রতি সেট ভিন্ন ভিন্নভাবে স্টাপলার করে) আবেদনপত্র একই খামে জমা দিতে হবে এবং আবেদনপত্রের খামের উপর "তুরস্ক সরকারের বৃত্তি (স্নাতকপূর্ব)" এবং "শাখার" নাম উল্লেখ করতে হবে।

১২। প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। অসম্পূর্ণ দরখাস্ত বাতিল বলে গণ্য হবে।

মোঃ আকরাম হোসেন
সিঃ সহকারী সচিব (বৃত্তি)
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
ভবন নং-৬, কক্ষ নং-১৭০৬
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

ডিএফপি ১৩৪৬৫-১২/৫
বি-২০[illegible]/৯৬